কালের কণ্ঠ

23 OCT 2016

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী লিপু হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচারের দাবিতে গতকাল মানববন্ধন করে শিক্ষার্থীরা।

ছবি : কালের কণ্ঠ

'ক্যাম্পাসে লাশ হতে আসিনি'

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ▷

'আমরা ক্যাম্পাসে এসেছি পড়াশোনা করতে। অথচ আমাদের বারবার মৃত্যু দেখতে হচ্ছে। আমরা লাশ হয়ে ফেরার জন্য এখানে আসিনি। আমরা ভালো নেই, আমাদের মা-বাবা ভালো নেই, তাঁরা সবাই চিন্তিত। আমরা এ আতঙ্ক থেকে মুক্তি চাই।'

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী মোতালেব হোসেন লিপু 'হত্যার' প্রতিবাদে আয়োজিত মানববন্ধনে এসব কথা বলেন তাঁর সহপাঠী রাইসা জান্নাত। গতকাল শনিবার সকাল ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র কলাভবনের সামনে বিভাগের শিক্ষার্থীরা এ কর্মসূচির আয়োজন করে। মানববন্ধনে ঝিনাইদহ জেলা সমিতি ও কুষ্টিয়া জেলা সমিতি সংহতি জানায়।

কান্নাজড়িত কণ্ঠে রাইসা জান্নাত আরো বলেন, 'আমরা আর হত্যা দেখতে চাই না। আমরা শুধু বিচার চাই, দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।'

মানববন্ধনে বিভাগের প্রভাষক আবুল্লাহীল বাকী বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ লিপুর মৃত্যুর পর কাফনের কাপড় ও একটি কফিন দিয়েছে। মনে হচ্ছে, তারা কাপড়, কফিন আগে থেকেই প্রস্তুত করে রেখেছিল। কিন্তু আমরা হত্যাকাণ্ডের পরের প্রস্তুতি নয়, হত্যাকাণ্ড বন্ধের প্রস্তুতি দেখতে চাই। যাতে আর কোনো হত্যাকাণ্ড আমাদের দেখতে না হয়।'

কর্মসূচিতে বিভাগের সভাপতি ড. প্রদীপ কুমার পাণ্ডে বলেন, 'লিপুর লাশ যেখানে পাওয়া গেছে সেটা সংরক্ষিত জায়গা। সেখানে ডাইনিং কিংবা হল কর্তৃপক্ষ ছাড়া কেউ সাধারণত যেতে পারে না। সেখানে লাশ গেল কিভাবে? আর লিপু যদি বাইরে থাকত তাহলে খালি গায়ে থাকত না। এটা নিয়ে তদন্ত করা হল কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব।'

বিভাগের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী রফিকুল ইসলামের সঞ্চালনায় মানববন্ধনে আরো বক্তব্য দেন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মশিহুর রহমান, শাতিল সিরাজ, বিভাগের শিক্ষার্থী আতিক সাদ্দাম, জোবায়দা শিরিন জ্যোতি, রেজাউল করিম শামীম, রাশেদ রিন্টু, আলী হোসাইন মিঠু, সাব্বিরা মুন্নি, রাইসা জান্নাত প্রমুখ।

এর আগে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে লিপু হত্যার বিচার দাবিতে মানববন্ধন করেছে ঝিনাইদহ জেলা সমিতি।

গত বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব আব্দুল লতিফ হলের ডাইনিং-সংলগ্ন ড্রেন থেকে লিপুর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।